5 JAN 2017

সংবাদ

ঘাটাইলে প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে টাকা ছাড়া ফাইল নড়ে না

জেলা বার্তা পরিবেশক, টাঙ্গাইল

দায়িত্বে উদাসীনতা, নিয়মিত অফিসে না আসা ও নানা অনিয়ম আর দুর্নীতিতে ভেস্তে যেতে বসেছে টাঙ্গাইলের ঘাটাইল উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম। নিয়মনীতির কোনো তোয়াক্কা না করে এ অফিসটিতে ঘুষ নেয়া অনেকটাই ওপেন সিক্রেটে পরিণত হয়েছে। এখানে অফিস সহকারী থেকে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা পর্যন্ত যার যার দায়িত্ব মারপ্যাঁচে ফেলে শিক্ষকদের কাছ থেকে বিভিন্নভাবে হাতিয়ে নিচ্ছেন মোটা টাকা।

জানা গেছে, প্রাইমারি এডুকেশন ডেভেলমেন্ট প্রোগ্রাম (পিইডিপি-৩) নামক একটি প্রকল্পের আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে স্কুল সংস্কারের নামে ১২টি স্কুলে ১২ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। এ প্রকল্পে অনিয়মকে জায়েজ করার জন্য অডিটের কথা বলে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সেলিমা আখতার প্রতি প্রকল্প থেকে ৫ হাজার টাকা করে নিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। বানিয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাত্তার জানান, তার স্কুলের সংস্কারের জন্য ১ লাখ টাকা বরাদ্দ পেয়ে কাজও করেছেন। কিন্তু তারপরও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে ৫ হাজার টাকা দিতে হয়েছে। এভাবে বাগাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হামিদ ও ইন্দারবাইদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে একইভাবে টাকা নেয়া হয়েছে।

> জাতীয় বেতন স্কেলের বকেয়া বিল করাতে প্রতি শিক্ষককে দিতে হয় ৫শ' থেকে হাজার টাকা

অপরদিকে ১৯ হাজার ৫শ' টাকা করে ঘাটাইলে ৫৭টি স্কুলে ক্ষুদ্র মেরামত (টয়লেট মেরামত) কাজে বরাদ্দ ছিল ১১ লাখ ১১ হাজার ৫শ' টাকা। চেক দেয়ার সময় প্রতি চেকের জন্য দিতে হয়েছে ৫শ' টাকা করে। ক্ষুদ্র মেরামত কাজে ইঞ্জিনিয়ার অফিস থেকে প্রাক্কলন তৈরি করে কাজ করা হয়। ইঞ্জিনিয়ার অফিস সুষ্ঠুভাবে কাজ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে প্রত্যয়ন দেয়ার পর চেক দেয়ার নিয়ম। এক্ষেত্রেও প্রত্যয়ন পাওয়ার আগেই উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে চেক ৩৩টি স্কুলে চেক দেয়া হয়েছে। অথচ খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, কাজ না করলেও শিক্ষা অফিস থেকে চেক দেয়া হয়েছে।

এদিকে স্কুল লেভেল ইমপিমেন্টেশন প্রোগ্রাম (পি) প্রকল্পে ১৬৯টি স্কুলে প্রতিটিতে ৪০ হাজার টাকা করে বরাদ্দ দেয়া হয়। এতে মোট বরাদ্দ দাঁড়ায় ৬৭ লাখ ৬০ হাজার টাকা। এ প্রকল্পের সামান্য কাজ করে প্রধান শিক্ষক ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার যোগসাজশে ভুয়া বিল ভাওচার দিয়ে সিংহভাগ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে বলে জানা যায়। এছাড়াও নিয়মিত অফিসে না আসা, অফিসে বসে ভিন্নভিন্ন তারিখ লিখে বিদ্যালয় পরিদর্শন দেখানো, মোবাইলে ভিজিট করে ঘুষ দাবি করা ও প্রতি স্কুলে সিএনজি নিয়ে ভিজিটে গিয়ে প্রত্যেক স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে ভাড়ার নাম নিয়ে ৫শ' টাকা করে নিয়ে থাকেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

এদিকে অফিস সহকারীদের বিরুদ্ধেও রয়েছে ঘুষ বাণিজ্যের নানা অভিযোগ। এ অফিসের অফিস সহকারী নজরুল ইসলাম সদ্য জাতীয় বেতন স্কেলের বকেয়া বিল করতে প্রতি শিক্ষকের কাছ থেকে ৫শ' থেকে ১ হাজার টাকা করে নিয়ে থাকেন। একইভাবে চিকিৎসা ছুটি, মাতৃত্ব ছুটি, শান্তি বিনোদন ছুটি করাতে ঘুষ দিতে হয় এ অফিসের অপর অফিস সহকারী মোশারফ ও লতিফুরকে। সার্ভিস বুক খুলতে টাকা নেয়ার অভিযোগসহ টাকা ছাড়া বকেয়া বেতন দেয়া হয় না বলেও এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে।

অভিযোগের দায় স্বীকার করে, ঘাটাইল উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সেলিমা আখতার বলেন, বিভিন্ন ইউনিয়নে সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তারা বিদ্যালয়ের প্রকল্পের চাহিদা করে তালিকা করে থাকেন। অনিয়মগুলো তাদের মাধ্যমে হয়। অনেকটা অসহায়ত্ব প্রকাশ করে তিনি বলেন, সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা ও অফিস স্টাফদের অনেক অনিয়ম চোখে পড়লেও তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া যাচ্ছে না।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ঘাটাইল উপজেলা নির্বাহী আবুল কাশেম মুহাম্মদ শাহীন বলেন, বর্তমানে ওই প্রকল্প ও শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হচ্ছে। আমার যোগদানে আগের প্রকল্পগুলো সম্পর্কে আমার তেমন জানা নেই। তবে অনিয়ম পেলে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানান তিনি।

অপরদিকে বালিয়াকান্দি থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ জাহিদুল ইসলাম, পিপিএমের নেতৃত্বে থানা পুলিশ সোমবার বিকালে উপজেলার নবাবপুর ইউনিয়নের বকশিয়াবাড়ী গ্রামের নুরনবীর মেয়ে নুরুন্নাহারের বাল্য বিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে।